سورة الانشراح

সূরা ইনশিরাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ② الَّذِي أَنقَضَ
ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ⑥ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ⑧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান, পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

তফসীরের সারে-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বক্ষ (জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা দ্বারা) প্রশস্ত করে দেইনি? (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের কারণে যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।---দুররে-মনসূর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ['বোঝা' বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ্ করে ফেলেছেন! আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। এরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু'বার দেওয়া হয়েছে---একবার মক্কায় এই সূরার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার মদীনায় সূরা ফাত্হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাকীদ নবায়ন

ও তফসীল করা হয়েছে]। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চে স্থাপন করেছি। (অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ্‌র নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত হয়েছে। এক হাদীসে-কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ اذا ذكرت ذكرت معى অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তাশাহ্‌হুদে, আযানে ও ইকামতে। আল্লাহ্‌র নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মক্কায় তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কষ্ট ও বিপদাপদে গ্রেফতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আত্মিক সুখ দিয়েছি এবং আত্মিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি, তখন পার্থিব সুখ ও শ্রমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে (অর্থাৎ সত্বরই) স্বস্তি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুনশ্চ ওয়াদা করা হচ্ছে) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে স্বস্তি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিশ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপযুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কষ্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্‌শিরাহেও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ—شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে

কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। ---(ইবনে কাসীর)

وزر—ووَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نقض ظهر -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিলঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ---অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেনঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ— এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ---রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহহ্'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে---شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে ।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا---আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন পুনরায় العسر উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسرا শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا—এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'-এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لن يغلب عسر يسرين অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা ---এসবই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহ্‌র যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نصب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়---আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।